দৈনিক ইত্তেফাক ১৭

তারিখ 25 JUN 1987
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

১০ই আষাঢ় ১৩৯৪ ব.

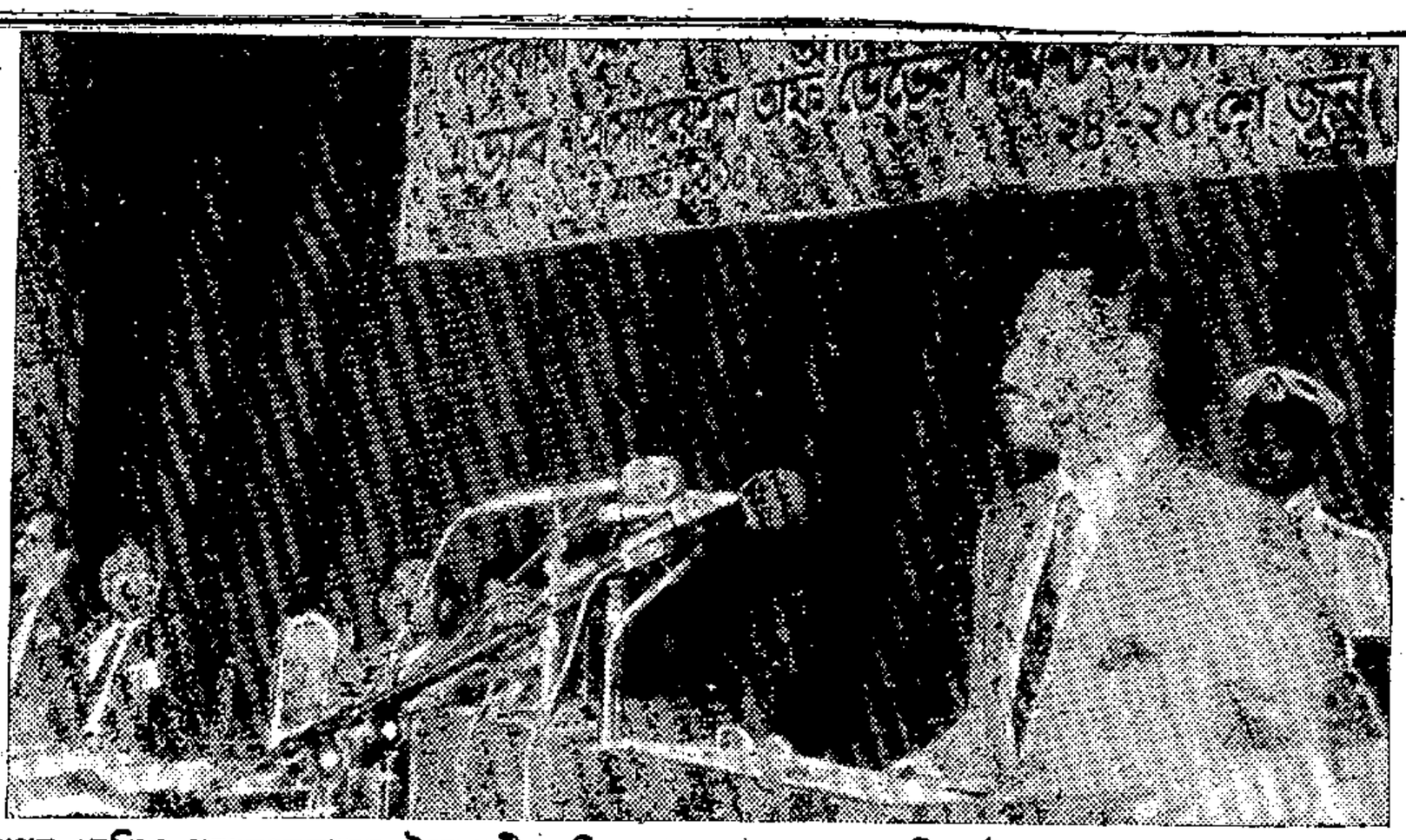

প্রথম এনজিও মহাসম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে ভাষণ দেন প্রেসিডেন্ট এরশাদ —ইত্তেফাক

বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা কৃষি শিক্ষা ও কুটির শিল্পে সহায়তা করিতে পারে —— এরশাদ

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলিয়াছেন, আমাদের উন্নয়ন কৌশলের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত—জনগণকে তাঁহাদের নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর ব্যাপারে সহযোগিতা করা। সনাতনী উন্নয়ন পদ্ধতির পরিবর্তে তাই বর্তমানে অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন পদ্ধতির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে।

প্রেসিডেন্ট গতকাল (বুধবার) ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বাংলাদেশে কর্মরত বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাসমূহের প্রথম জাতীয় মহাসম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণ দিতেছিলেন। এসোসিয়েশন অব ডেভেলপমেন্ট এজেন্সিজ ইন বাংলাদেশ (এডাব) আয়োজিত অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রী সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন। সংস্থা

(২য় পৃঃ দ্রঃ)

এরশাদ

(১ম পৃঃ পর)

চেয়ারম্যান বাহাউদ্দিন আহমেদ ও পরিচালক খাজা শামসুল হুদাও বক্তৃতা করেন। প্রচুরসংখ্যক এনজিও প্রতিনিধি ছাড়াও মন্ত্রী, কূটনীতিক ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রেসিডেন্ট বলেন, স্বাধীনতার অর্থ শুধু পতাকা পরিবর্তন নহে। অর্থনৈতিক মুক্তি ও স্বনির্ভরতাকেও স্বাধীনতার সমার্থক করিতে হইবে। স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন পদ্ধতির আওতায় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশগ্রহণকেই কেবল সুনিশ্চিত করা হয় না; বরং পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণেও তাঁহাদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা হয়। জনগণের দ্বারা জনগণের কল্যাণে জনগণের সাহায্যে বাস্তবায়িত উন্নয়নই হইতেছে অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন। সেই লক্ষ্যেই চালু করা হইয়াছে উপজেলা ব্যবস্থা। প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দুতে নিশ্চিত হইয়াছে জনগণের প্রতিনিধিত্ব। প্রেসিডেন্ট দেশে বর্তমানে কর্মরত বহু বেসরকারী সংস্থার কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন পদ্ধতি গ্রহণ করার কথা উল্লেখ করিয়া উহাতে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, আমাদের জনসংখ্যার আশি শতাংশ গ্রামবাসীর অবস্থার পরিবর্তন করিতে না পারিলে সকল উন্নয়ন প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইবে। আমাদের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য হইতেছে ছিন্নমূল ও ভূমিহীন জনগোষ্ঠিকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করিয়া তাহাদেরকে স্বনির্ভর করিয়া তোলা। গণশিক্ষা, জনস্বাস্থ্য সুবিধা, উন্নত চাষাবাদ, পশুপালন, কুটির শিল্প প্রভৃতি উন্নয়ন তৎপরতায় বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাগুলি সরকারী প্রচেষ্টার সহিত সম্পূরকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে পারে। প্রেসিডেন্ট জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে এনজিওদের ভূমিকার প্রশংসা করিয়া বলেন, জাতিসংঘ জনসংখ্যা পুরস্কারের সমুদয় অর্থ পরিবার পরিকল্পনা ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে নিয়োজিত সংস্থাসমূহের কার্যক্রমকে উৎসাহিত করার কাজে পুরস্কার চালু করার জন্য প্রদান করা হইবে। কেবিনেট ডিভিশনে এনজিওদের তৎপরতা সুসংহত করার জন্য একটি বিশেষ সেল খোলা হইবে। এনজিওদের রেজিষ্ট্রেশন ব্যবস্থা সহজতর করা হইবে।

সভাপতির ভাষণে সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী বলেন, দুইশত এনজিও পরিবার পরিকল্পনা ক্ষেত্রে কর্মরত এই সংস্থাগুলি সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে আরও ব্যাপক ভূমিকা রাখিতে পারে।